ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২, ৩১ জুলাই ২০২৫

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৫ জুলাই ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্য এই সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

উপাচার্য এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও স্থাপনা নির্মাণসহ বৃহৎ প্রকল্পসমূহের কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, একনেকে ইতোমধ্যেই এসব প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জোরদার করতে তিনি সরকারি অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা চান। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সমাবর্তনে প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতি কামনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ঢাবি'র অবকাঠামোগত উন্নয়নে ২৮৪০ কোটি টাকা অনুমোদন

অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের জন্য জাতির পক্ষ থেকে উপহারঃ উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে বড় একাডেমিক উদ্যোগ। এই প্রকল্পটি জনগণের করের টাকায় বাস্তবায়িত হবে এবং আমরা একে জাতির পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার হিসেবে বিবেচনা করছি। জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এই অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গত ৩০ জুলাই ২০২৫ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য এসব কথা বলেন। প্রায় ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়।

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

- ৬টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ
- ২৬০০ জন ছাত্রীর জন্য ৪টি আবাসিক হল নির্মাণ
- ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য ৫টি আবাসিক হল নির্মাণ
- ৫টি ছাত্র হল এবং ৪টি ছাত্রী হলে হাউজ টিউটর আবাসন সুবিধা তৈরি
- শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ
- প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, মেডিক্যাল সেন্টার, ডাকসু ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জিমনেশিয়াম ভবন নির্মাণ।

সংবাদ সম্মেলনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রকল্পের সারসংক্ষেপ এবং অ্যানিমেশন চিত্র উপস্থাপন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মৃধা।

সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য আরও বলেন, এই প্রকল্প মূলত একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় যে ভবনসমূহ নির্মিত হবে, তার প্রায় সবকটিই শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি ব্রিটিশ মডেল অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কার্যক্রমও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে।

উপাচার্য জানান, এই প্রকল্পের (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান–এই ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলো একে অপরের পরিপূরক। এগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যেকোনো অপচেষ্টা আমরা প্রতিহত করবো। এসব আন্দোলনই আমাদের অহংকার, আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশ।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, বড় রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নেও আমরা দায়বদ্ধ। যারা গণঅভ্যুত্থানে রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে তারা আমাদের কাঁধে কিছু দায় ও দায়িত্ব রেখে গেছে। সেই দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার বন্ধন অটুট রাখা।

গত ১ জুলাই ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তন (টিএসসি) আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনা সভার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

এসময় উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। আজ সেই প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার এবং শিক্ষক আছেন প্রায় ২ হাজার। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ২০০টি প্রতিষ্ঠান। যেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। নিঃসন্দেহে, এটি আমাদের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা কখনো শুধু একাডেমিক পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না উল্লেখ করে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে ঢাবি অধ্যাপক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে জাতিসংঘের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সায়েন্টিফিক প্যানেল অন ইফেক্টস অফ নিউক্লিয়ার ওয়ার (আইএসপিইএসডব্লিও)-এর ২১-সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলে বিশেষজ্ঞ পরিবেশ রসায়নবিদ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। পারমাণবিক যুদ্ধ এবং পারমাণবিক দুর্ঘটনা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং এর প্রতিক্রিয়ার বাস্তব চিত্র অনুধাবনে জাতিসংঘের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নিউইয়র্ক ভিত্তিক এই গবেষণা প্যানেল কাজ করবে। পারমাণবিক যুদ্ধ ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট দুর্ঘটনায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর সৃষ্ট সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা উদ্ভাবনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে বাংলাদেশী পরিবেশ রসায়নবিদ হিসেবে কাজ করবেন অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব।

অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষে তিনি জাপানের সাগা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, ইকোহামা (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ

ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের আয়োজন করে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

এ উপলক্ষ্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে 'বিদ্রোহ থেকে বিনির্মাণের এক বছর : জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা ও আমাদের দায়' শীর্ষক এক সেমিনার গত ৩ জুলাই ২০২৫ মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ ও উদযাপনের অংশ হিসেবে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের এটি প্রথম সেমিনার।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান। সেমিনারে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

চারুকলা অনুষদ

গত ২২ জুলাই ২০২৫ চারুকলা অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: শোক ও বিজয়" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, এ উপলক্ষ্যে অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে ৪-দিনব্যাপী এক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং শিল্পকর্ম প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ-এর সভাপতিত্বে সেমিনারে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান এবং প্রদর্শনীর কিউরেটর ড. শেখ মনির উদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম ও সহযোগী অধ্যাপক মো. ইসরাফিল প্রাং এবং শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জয়কুমার দে আলোচনায় অংশ নেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের দ্বিতীয় তলায় গত ২১ জুলাই ২০২৫ 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা'-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। পরে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগ্রহশালাটি ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। স্বাগত বক্তব্য (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪)

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৯ জুলাই ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের দ্বিতীয় তলার কনফারেন্স কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. এ এস এম মহিউদ্দিন (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ), অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম (উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম (ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগ), অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর (বাংলা বিভাগ) এবং সহযোগী অধ্যাপক (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের জন্য জাতির পক্ষ থেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর) আওতায় নির্মিত গবেষণাকেন্দ্র, ল্যাব এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটি সমাজের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় থাকলেও অনুমতির ভিত্তিতে বাইরের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা ব্যবহার করতে পারবেন। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে সবুজায়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বৃদ্ধির বিষয়েও প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান থাকবে আপনারা পরামর্শ দিয়ে এব্যাপারে সহায়তা করবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষা উপদেষ্টা, পরিকল্পনা উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা এটিকে একটি মাস্টারপ্ল্যানের সূচনা হিসেবে দেখছি। আশা করি, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী এক থেকে দেড় দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, আজকের এই সংবাদ সম্মেলন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যও বটে। এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পটি আমাদের বহুদিনের চাহিদা ছিল এবং এটি এখন বাস্তবায়নের পথে।

তিনি বলেন, অবকাঠামো যেমন প্রয়োজন তেমনি গবেষণার জন্যও টেকসই অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যাতে সাবলীলভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সে জন্য আরও সহায়তা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে তিনি অ্যালমনাইদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্যাম্পাসের ওপেন স্পেস বা উন্মুক্ত জায়গা হ্রাস পাবে না বরং গ্রীণ স্পেস প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এটি পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত একটি প্রকল্প। তিনি বলেন, আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময়জুড়ে দায়িত্বে নাও থাকতে পারি। কিন্তু এ টাকাগুলো যেন অপচয় না হয়, সে জন্য সাংবাদিক সমাজকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। আপনারা চোখ-কান খোলা রাখবেন। যেটা করা দরকার, সেটাই করবেন। সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে কোষাধ্যক্ষ বলেন, আপনারা প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে অব্যাহত নজরদারি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

কোষাধ্যক্ষ আরও জানান, প্রতি ছয় মাস পরপর আমার দফতর থেকে এই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের উদ্দেশে নিয়মিত ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য, ০৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পের কাজ জুলাই ২০২৫ থেকে শুরু করে জুন ২০৩০ এর মধ্যে শেষ হবে।

এই প্রকল্পের অধীনে ৬টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ২৬০০ জন ছাত্রীর জন্য ৪টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য ৫টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫টি ছাত্র হলের জন্য এবং ৪টি ছাত্রী হলের জন্য হাউজ টিউটর আবাসন সুবিধা তৈরি, শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৫টি অন্যান্য ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) নির্মাণ, ৪টি জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন, বিদ্যমান সার্ভিস লাইন মেরামত/সংস্কার, খেলার মাঠ উন্নয়ন ১টি, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ২টি এবং ড্রেনেজ সিস্টেম ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (ওয়েস্টবিন-২৫৬টি) করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘নারী শিক্ষার্থী দিবস’

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পুনর্জাগরন অনুষ্ঠানমালা আয়োজন বিষয়ে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির আহ্বায়ক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য আরও বলেন, আমরা সেদিন অকুতোভয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। একটি উদাহরণ তৈরি হয়েছিলো, যা সারাদেশকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে তোমাদের চোখে-মুখে যে সংকল্প দেখছি, তা আমাদের পরম পাওয়া।

উপাচার্য অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অংশ হিসেবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে যেকোনো বিভেদ ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দেশের অগ্রযাত্রায় কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা আমরা নষ্ট হতে দেব না। আমরা আমাদের ঐক্য ধরে রাখবার জন্য আবারো দৃঢ় অঙ্গীকার করছি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশ নেন। এদিন ছাত্রীরা আন্দোলনের দিনের মতো হল থেকে মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন। তারা সেদিনের স্লোগান পুনরায় দেন এবং রাতভর দিবসটি উদযাপনে নানা কর্মসূচি পালন করেন। এর আগে, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন হিসেবে ‘JULY WOMEN`S DAY’ পালন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রতিবাদী গান, স্মৃতিচারণ ও ড্রোন শো-এর আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্টে এলইডি বোর্ড স্থাপন করে অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

পাঁচটি ছাত্রী হলের ৫৮৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) সঞ্চালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই সহায়তা একটি আপৎকালীন ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রায় ৫৩ ভাগই ছাত্রী। অথচ তাদের জন্য মাত্র ৫টি আবাসিক হল রয়েছে। অনেক ছাত্রী প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসে। ঢাকায় তাদের আত্মীয়স্বজন থাকে না। শুরুতে টিউশনিও মেলে না। সব মিলিয়ে তাদের জন্য জীবন কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারপরও শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর অর্জন যেমন সমাজকে আনন্দ দেয় তেমনি সীমাবদ্ধতাও সমাজকে জানাতে হবে। বর্তমানে আমাদের ৫১ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি রয়েছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা চাই, ভবিষ্যতে এই সহায়তা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিস্তৃত হোক। এজন্য আমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনসহ সমাজের সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

তিনি জানান, চীনের অর্থায়নে একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং শিগগিরই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। যেখানে চারটি নতুন ছাত্রী হল ও পাঁচটি ছাত্র হল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন সংকট অনেকটাই দূর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, অসচ্ছল ছাত্রীদের আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত জানুয়ারি মাসে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী’র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অসচ্ছল ছাত্রীদের বিশেষ আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম চালু হলো। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ড. আব্দুল্লাহ -আল -মামুন, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা, কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ছালমা নাছরীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ডেপুটি রেজিস্ট্রার মিসেস শিউলি আফসার এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি উমামা ফাতেমা।

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়-সহ জাপানের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া, তিনি চীন এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনা করছেন। তিনি ২০২৪ সাল থেকে জাতিসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্তর্জাতিক চুক্তির জন্য গঠিত প্যানেল ‘The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW-Network)’ -এর বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। মৌলিক রসায়ন, পরিবেশ রসায়ন, জৈব দূষণ, জীবজগতের উপর ভারী ধাতুসমূহের প্রভাব, ধূলিকণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন। তাঁর ৮১টি গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর) শারমীন কবীর (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপ নিম্নরূপ:

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ: ৩০ জুলাই, ২০২৫, খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণের শেষ সময়: ৬ আগস্ট ২০২৫, বিকাল ৪টা পর্যন্ত, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ: ১১ আগস্ট ২০২৫, বিকাল ৪টা, মনোনয়নপত্র বিতরণ: ১২ আগস্ট ২০২৫ থেকে ১৮ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত। (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত), মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১৯ আগস্ট ২০২৫ বিকাল ৩টা পর্যন্ত, মনোনয়নপত্র বাছাই: ২০ আগস্ট ২০২৫, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ: ২১ আগস্ট ২০২৫ দুপুর ১টা, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট ২০২৫ দুপুর ১টা পর্যন্ত, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ: ২৬ আগস্ট ২০২৫ বিকাল ৪টা, ভোট গ্রহণের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।(সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত), ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫। (ভোট গ্রহণের পরপরই)।

ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জীববিজ্ঞান অনুষদ

জীববিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে “জুলাই গণ-অভ্যুত্থান উদ্‌যাপন: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি” শীর্ষক সেমিনার গত ২৮ জুলাই ২০২৫ প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের কামালউদ্দীন আহমাদ লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজের অংশ হিসেবে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. লায়লা নূর ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক স্বাগত বক্তব্য দেন। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. আফরোজ সুলতানা চ্যামন আলোচনায় অংশ নেন। প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নূসরাত জাহান এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান স্মৃতিচারণ করেন। প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফার্মেসী অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ

ফার্মেসী অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই ২০২৫ ফার্মেসী লেকচার থিয়েটারে “জাগরণে জুলাই: যেখানে সাহস জাগে, সেখানেই জুলাই বহে” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির স্বাগত বক্তব্য দেন। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. শায়লা কবীর এবং ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস-আল-মামুন আলোচনায় অংশ নেন। ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আসলাম হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা আফরিন প্রাচী ও মোহাম্মদ হাসিবুল ইসলাম এবং ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মাহিবী আলম প্রিন্স ও নাহরিন সামায়লা বিনতে আকতার অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে কাজী মোতাহার হোসেন ভবনে গত ৩০ জুলাই ২০২৫ “জুলাই বিপ্লব উদ্‌যাপন : বিদ্রোহ থেকে বিনির্মাণ” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে “বাংলাদেশের টেকসই ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জুলাই বিপ্লবের চেতনা” শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের প্রাক্তন ডিন অধ্যাপক ড. শাহনাজ হক হুসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ।

কলা অনুষদ

কলা অনুষদের উদ্যোগে আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪: ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও নব নির্মাণ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের উদ্যোগে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের চেয়ারম্যান মো. রাশেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ এবং সহকারী অধ্যাপক শারমীন আক্তার আলোচনায় অংশ নেন। বিভাগের শিক্ষার্থী রাশেদ খান আতিক, নাফিজা, হাসান আহমেদ রাজু, রকিব রানা মাসুদ এবং নাফিজ আল শেখ স্মৃতিচারণ করেন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদারের সভাপতিত্বে সেমিনারে অধ্যাপক ড. সাবিনা হোসেন, অধ্যাপক ড. খন্দকার সাদাত হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. ওয়াহেদুজ্জামান এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজাহান বক্তব্য রাখেন।

রসায়ন বিভাগ

রসায়ন বিভাগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে নির্মিত ফটোবুথ উদ্বোধন করেন।

বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে সেমিনারে অধ্যাপক ড. মো. এমরান কাইয়ুম এবং অধ্যাপক ড. তানভীর মুসলিম বক্তব্য রাখেন।

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

মনোবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘হৃদয়ে জুলাই: হৃদয়ে রক্তক্ষরণ, বিজয়ের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সেমিনারে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ১০ জুলাই ২০২৫ আর.সি মজুমদার আটস অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ত:বিভাগ বিতর্ক উৎসব’ উদ্বোধন করেন।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাইকা প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র (জাইকা) কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা মিস সায়েরি মুটো-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫ জুলাই ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য শক্তি, ফিনটেক, পরিবেশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাবনার জন্য জাইকা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নে জাইকাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভারতের অধ্যাপক

ভারতের মেঘালয়ের নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মোসেস নাগা গত ১৩ জুলাই ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ্-উল-ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি'র মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর বিষয়ে আলোচনা করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এবিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

জাপানের অধ্যাপক

জাপানের রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নাওনোরি কুসাকাবে এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের রাজনৈতিক শাখার উপদেষ্টা সোনে কেইতা গত ১০ জুলাই ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান এবং একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাডেমিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের

(১ম পৃষ্ঠার পর) ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলোতে সমাজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই চলার পথ বহু শ্রম, ঘাম ও রক্তে রঞ্জিত এ কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৯০-এর প্রতিটি আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ইতিহাসে গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান আমাদের সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। দেশের মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভরসা রেখেছে বলেই প্রতিটি ক্রান্তিকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে, রাস্তায় নেমেছে, আন্দোলন করেছে এবং অধিকার আদায় করে নিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের অগাধ বিশ্বাসের কারণে।

তিনি বলেন, আমরা ২০২৪-এর অভ্যুত্থানকে একাডেমিকভাবে মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এরই অংশ হিসেবে আমাদের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি সঙ্গে যৌথভাবে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতিহাসে কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে বিশেষত ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে তাদের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা আমাদের প্রেরণা জোগায়। আমাদের ২৪-এর অভ্যুত্থানের সঙ্গে এই ঘটনাগুলোর একটা ঐতিহাসিক সাদৃশ্য রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা থাকবে পড়ার টেবিলে, আর শিক্ষকরা উদারতা ও সহনশীলতা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যাবেন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, তবেই আমরা একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সচেতন জাতি গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারবো। সীমাবদ্ধতা আমাদের আছে। তবুও আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিরূপ। কেবল সরকারের সহায়তায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে। সে লক্ষ্যেই কমিউনিটি আউটরিচ আমাদের অঙ্গীকার।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। তিনি বলেন, আজকের এই গৌরবময় দিনে- ১ জুলাই ২০২৫, আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক শতাব্দী ও চার বছরের এক দীপ্ত ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, সভ্যতা গঠনের শিকড় ও স্বাধীনতার জাগরণগাথা। আজ যে দিনটি আমরা উদযাপন করছি, তার প্রতিপাদ্য-'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের বোধ, আমাদের নৈতিক দায় এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মই হয়েছিলো বৈষম্য দূরীকরণের তাগিদে। তাই আজকের এই প্রতিপাদ্য ইতিহাসের ধারবাহিকতায় যেমন যুক্তিযুক্ত, তেমনি বর্তমান সময়ের বিবেচনায় তা অত্যন্ত উপযোগী।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য। এখানে ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু সবাই পেয়েছেন সমান মর্যাদা। এখানে প্রতিটি কণ্ঠের রয়েছে মূল্য, প্রতিটি স্বপ্নের রয়েছে ছুঁয়ে দেখার অধিকার।

আলোচনা সভায় আরও অংশ নেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু। সঞ্চালন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহম্মদ।

এর আগে, সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবন থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হন। সেখান থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হয়। এসময় সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত ও উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। এছাড়া, বিদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অন্য একটি সংগীত পরিবেশিত হয়।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলা ভবন ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে এক বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

চীনের কালচারাল কাউন্সেলর

ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মি. লি শাওপেং গত ৩ জুলাই ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হুই এবং ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত আরও যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রদান করেন 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, শহীদ ওয়াসিম আকরামের বাবা শফিউল আলম, শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ, শহীদ আবু সাঈদের ভাই আবু হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, হল প্রভোস্টবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রসংগঠনের প্রতিনিধি এবং আহত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

সভায় শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং আহতদের সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, গণ-অভ্যুত্থানকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি টেকসই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আজকের এই আয়োজন সেগুলোর মধ্যে একটি। শহীদরা দেশের জন্য, বৈষম্য দূর করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের এই আত্মবলিদান আন্দোলনকে বেগবান করেছে। সারাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে নতুন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে তারা। আগামী ৩০ বছর পরও কোনো শিক্ষার্থী এই সংগ্রহশালায় ঘুরতে আসলে তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, কেন এই তরুণরা জীবন দিয়েছেন। তখন তারা অনুধাবন করতে পারবেন।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের আন্দোলন। এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তারা দেশের সূর্যসন্তান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন, হবেন। একসময় আশংকা করেছিলাম, অধিকার বঞ্চিত প্রজা হিসেবে আমাদের জীবন শেষ হবে। কিন্তু শহীদদের কারণে সেটি হয়নি। অনেক সমস্যা রয়েছে, তবুও বর্তমানে আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি। সেজন্য শহীদ পরিবারগুলোর কাছে আমরা চিরঋণী।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শহীদদের অঙ্গীকারকে জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। শত বাধা আসবে, ষড়যন্ত্র হবে তারপরও আমরা এই হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিলো তাদের বিচার নিশ্চিত করবো।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান ঋণ স্বীকারের উপলক্ষ্য মাত্র। জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালাটি সীমিত পরিসরে উদ্বোধন করলাম। ধীরে ধীরে এটিকে পূর্ণাঙ্গ জাদুঘরে পরিণত করা হবে। এই সংগ্রহশালা জাতীয় সম্পদ। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলাদলি ও হিংসাত্মক মনোভাব পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক দলাদলির কারণে এবিষয়গুলোকে নষ্ট হতে দেবো না। ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ এবং ২০২৪ প্রতিটি ঘটনার ধারাবাহিকতা রয়েছে। এগুলোকে মুখোমুখি করার দুরভিসন্ধি আমরা করতে দিবো না।

স্বাগত বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের ও শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শহীদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সরবরাহ করে পরিবারগুলো এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, এই সংগ্রহশালার পুরো কাজটি এখনো সম্পন্ন হয়নি। এটি চলমান রয়েছে।

আলোচনা সভায় শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভুইয়া বলেন, আমার একমাত্র ছেলে ফাইয়াজ। তার সরকারি চাকরির কোনো ইচ্ছে ছিলো না। তারপরও বৈষম্য দূরীকরণে চলা আন্দোলনে সে গিয়েছিলো। ফ্যাসিস্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে রাস্তায় নেমে ছিলো। তাকে টার্গেট করে বুকের মাঝখানে গুলি করে হত্যা করা হয়। সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে আমরা যেন তাদের রেখে যাওয়া স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারি সে প্রত্যাশা করছি।

শহীদ ওয়াসিম আকরামের বাবা শফি আলম বলেন, আমার ছেলেকে প্যান্টের বেল্টের নিচ দিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। শুধু সরকারি চাকরি পাবে সেজন্য ওয়াসিম আন্দোলন করেনি। আমরা বৈষম্যহীন একটি দেশ দেখতে চাই।

শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের বাবা মীর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমার ছেলে ওইদিন শুধু পানি ও বিস্কুট বিতরণ করেনি। সে নিহতদের লাশ যাতে পুলিশ নিয়ে গিয়ে গুম করতে না পারে সেজন্য চেষ্টা করেছে। আহতদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা চাই এইসব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত হোক। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকুক। কোনো কালো থাবা যাতে এই দেশের ওপর আর না পড়ে।

শহীদ আবু সাঈদের ভাই আবু হোসেন বলেন, তাদের আত্মত্যাগ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তারা যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছে সেটি যেন বাস্তবায়িত হয়। একই সঙ্গে আমরা চাই, আর যেন কোনো ন্যায্য বিষয়ের জন্য কাউকে রাস্তায় নামতে না হয় সে ব্যবস্থা করা হোক।

পাঁচটি ছাত্রী হলের ৫৮৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি ছাত্রী হলের ৫৮৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রথমবারের মতো চালু করা হলো আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে সরাসরি তাদের একাউন্টে পাবেন। গত ১ জুলাই ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রতীকীভাবে বিভিন্ন হলের ১০ জন ছাত্রীকে এই সহায়তার টাকা হস্তান্তর করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম, কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ছালমা নাছরীন, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, ছাত্রী প্রতিনিধি উমামা ফাতেমা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি (পৃষ্ঠা ২ কলাম ২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নারী শিক্ষার্থী দিবস' ও 'সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস' পালনের ঘোষণা

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, অভ্যুত্থানে নারী শিক্ষার্থীদের অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর ১৪ জুলাই 'নারী শিক্ষার্থী দিবস' পালন করা হবে। এ দিবসটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সাহসী প্রতিরোধের ঐতিহাসিক অবদানের স্মরণে প্রতি বছর ১৭ জুলাই 'সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হবে। এটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ক্যালেন্ডারে যুক্ত থাকবে। গত ১৪ জুলাই ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, সেদিন যারা যোগ দিয়েছিলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে যারা এসেছিলেন তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ছাত্র জনতার এই অভ্যুত্থান আমাদের সামনে একটি নতুন সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। সে সুযোগ যাতে আমরা কাজে লাগাতে পারি, সেজন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকছি।

এসময় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পোস্টার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'টিম নেক্সাস' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এতে ১ম ও ২য় রানার্স-আপ হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'টিম ইনসাইট' এবং 'টিম কন্ট্রোল'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং বিভাগ গত ২১ জুলাই ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি আইএফআরএস পোস্টার প্রেজেন্টেশন' শীর্ষক এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সকালে এক অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (আইএফআরএস) সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পেশাদার অ্যাকাউন্টেন্সি সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)'-এর সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

একাউন্টিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাকছুদুর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিএবি-এর সভাপতি এন কে এ মবিন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কায়সার হামিদ এবং আইসিএবি-এর কাউন্সিল মেম্বার মো. শফিকুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। একাউন্টিং বিভাগের অধ্যাপক আমিরুস সালাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার করতেও এধরনের আয়োজন অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে সকলক্ষেত্রে চাকরির বাজার দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে শিক্ষার্থীদের টিম ওয়ার্ক করা, উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশ ও কর্মদক্ষতা অর্জনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় দেশের সরকারি-বেসরকারি ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩টি দল অংশ নেয়।

সুরুচী বালা পাল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৫শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৫জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'সুরুচী বালা পাল ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৩ জুলাই ২০২৫ উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভা কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ড. তাপস চন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের মেধার বড় ধরনের স্বীকৃতি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মানবকল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য প্রয়াত সুরুচী বালা পালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন তিনি একজন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ সচেতন মানুষ ছিলেন। মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য তিনি ড. তাপস চন্দ্র পালকে ধন্যবাদ জানান। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য তিনি অন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো: ইব্রাহিম সোহেল (ম্যানেজমেন্ট), তন্ময় হোসেন সিয়াম (অর্থনীতি), মো. শাহরিয়ার আলম ইমন (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি), স্টালিন চাকমা (ফার্মেসী) এবং মেহেদি হাসান (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)।

রোকেয়া হল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মিম চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের বিতর্ক সংগঠন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গন আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী মাহিনুর আক্তার মিম চ্যাম্পিয়ন, আইন বিভাগের ছাত্রী মারজান বিনতে আমিনুল্লাহ রানার আপ এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রী সামিয়া জামান মাহি ২য় রানার আপ হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গত ১৯ জুলাই ২০২৫ সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সভাপতি মায়িশা মালিহা'র সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের মডারেটর দীপা সরকার এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক মোসা. নাজিয়া সুলতানা মুমু।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন এধরনের সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় উৎসাহ দেয়।

মেধাবী শিক্ষার্থী আহসান খানের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রয়াত মেধাবী শিক্ষার্থী আহসান খান (ডাক নাম: আইয়ুব খান)-এর রুহের মাগফেরাত কামনায় গত ৮ জুলাই ২০২৫ বাদ এশা শেখ মুজিবুর রহমান হল মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, গত ৯ জুলাই ২০২৫ বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'য় এউপলক্ষ্যে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

গত ৯ জুলাই 'দাওয়াহ ও ইসলামি কালচারাল ক্লাব'-এর উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমান হল মসজিদে খতমে কুরআন-এর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, আহসান খান (ডাক নাম: আইয়ুব খান) ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৭ জুলাই ২০২৫ সোমবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান হলের জুলাই শহীদ স্মৃতি ভবনের ৯০০৩ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র ছিলেন।

অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে হল প্রশাসন। হলের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ গত ১৬ জুলাই ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুদানের চেকটি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অমর একুশে হলের নিজস্ব তহবিল থেকে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন দিয়ে ২০০৭ সালের ২২ অক্টোবর এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ফান্ডটি সমৃদ্ধ করা হয়। বর্তমান অনুদানসহ ট্রাস্ট ফান্ডে গচ্ছিত মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা।

ট্রাস্ট ফান্ডের নিয়ম অনুযায়ী, গচ্ছিত মূলধনের লভ্যাংশ থেকে প্রতি বছর হলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। বৃত্তির জন্য হলের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণির ছাত্ররা আবেদন করতে পারবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বর্ষসমূহের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হবে। পুনঃভর্তি নেয়া কোনো ছাত্র বৃত্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

বৃত্তির সংখ্যা এবং অন্যান্য নিয়ম বৃত্তি সাব-কমিটি নির্ধারণ করবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে একজন শিক্ষার্থী বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে কোনো বিভাগে আবেদন না এলে কিংবা যোগ্য আবেদনকারী না পাওয়া গেলে সেটি অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য হবে।

সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দলের পক্ষে স্বর্ণপদক জিতলেন ঢাবি শিক্ষার্থী মো: তাইম হাওলাদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মো: তাইম হাওলাদার শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব একুশ ব্যক্তিগত ইভেন্টে বাংলাদেশ দলের পক্ষে ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। এনিয়ে টানা ৩ বার তিনি সাউথ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক লাভ করলেন। যা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য রেকর্ড।

এছাড়া, মো: তাইম হাওলাদার সিনিয়র কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে রৌপ্য পদক অর্জন করেছেন। প্রতিযোগিতায় দলগত পুরুষ ফাইট ইভেন্টে বাংলাদেশ তাম্র পদক অর্জন করে। গত ০৫ ও ০৬ জুলাই এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটান এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, মো: তাইম হাওলাদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

আন্তঃহল সাঁতার ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল সাঁতার প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল চ্যাম্পিয়ন এবং কবি জসীম উদ্‌দীন হল রানার্স-আপ হয়েছে। এ প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের গ্রুপে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল চ্যাম্পিয়ন এবং শামসুন নাহার হল রানার্স-আপ হয়েছে। এছাড়া, আন্তঃহল ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল চ্যাম্পিয়ন এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল রানার্স-আপ হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গত ৪ জুলাই ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সাঁতার ও ওয়াটার পোলো কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এ এস এম মোস্তফা আল মামুন, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়াসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দু'দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শেখ জামিল হাসান ও কবি জসীম উদ্‌দীন হলের রাকিবুল ইসলাম তুষার। ছাত্রীদের গ্রুপে শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হয়েছেন শামসুন নাহার হলের জুয়াইরিয়া ফেরদৌস।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮